70

দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

মাস্টার্স থাকবে এক বছরের

ঢাকা ভার্সিটিতে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৬ বছরের স্কুলিং পদ্ধতিকে ১৭ বছরে বৃদ্ধির জন্য বর্তমান তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সকে ৪ বছরে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এই নতুন পরিকল্পনাটি ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রীকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যেই নতুন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ১৬ বছর মেয়াদী স্কুলিং পদ্ধতি চালু আছে এই পদ্ধতিতে,

(৪-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে চার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

"গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী" আন্তর্জাতিক মানের নয়। আন্তর্জাতিক মান হচ্ছে ১৭ বছরের স্কুলিং পদ্ধতি।

জানা গেছে, এ কারণে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ থেকে যারা সেখানে যান তাদের ডিগ্রী নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ফলে অনেক সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী অনেক ক্ষেত্রে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরত আসেন।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরও একটি কারণে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রীর অবমূল্যায়ন করে। সেটি হচ্ছে—অনার্স কোর্সে সাবসিডিয়ারী বিষয় পড়ানোর জন্য। এ বছর থেকে (১৯৯৫-৯৬) ঢাকা ভার্সিটিতে সাবসিডিয়ারী সে কারণে তুলে দিয়ে সমন্বিত অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

স্কুলিং ব্যবস্থায় আমাদের দেশে বর্তমানে চালু পদ্ধতি হচ্ছে এসএসসি পাস করা পর্যন্ত ১০, এইচএসসিতে ২, পাস কোর্স (ডিগ্রী) ২ বা অনার্স ৩ এবং মাস্টার্স ২ বা ১—সব মিলিয়ে স্কুলিং হয় ১৬ বছর। অন্যদিকে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কুলিং পদ্ধতি হচ্ছে 'ও' লেভেল পর্যন্ত ১০, 'এ' লেভেল ২, অনার্স ৪ এবং মাস্টার্স ১ বছর—মোট ১৭ বছর।

এ বছর ঢাকা ভার্সিটিতে নতুন একটি পাঠক্রম চালু হলো। আবার আগামী বছর আরও একটি নতুন পাঠক্রম আসছে। এতে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে কিনা জানতে চাইলে নতুন কোর্স বাস্তবায়ন কমিটির একজন প্রফেসর বলেন, একজন ছাত্র ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম করে যে ডিগ্রী অর্জন করলো সে ডিগ্রী যদি বিদেশী বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তবে তার হতাশ হবার কারণ থাকে। এ কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বিশ্ব মানে উন্নীত করার জন্য ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু করার কথা কর্তৃপক্ষ ভাবছেন।

সূত্র জানান, নতুন ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালুর জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি শুরু করছেন। জানা গেছে, নতুন কোর্সটির নতুন পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে।

নতুন কোর্সটি চালুর ব্যাপারে ভার্সিটির কোন কোন শিক্ষক আবার অনার্স থেকে মাস্টার্সকে ১ বছর থেকে ২ বছরে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। সূত্র জানান, সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাস্টার্স ২ বছর না করে অনার্সই ৪ বছর মেয়াদী করা হবে। এই ব্যবস্থা কবেনাগাদ চালু হতে পারে এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট একজন বললেন, আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। না হলে পরবর্তী বছর অবশ্যই চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

এ বছরের মধ্যে নতুন পদ্ধতি নিয়ে ডীনদের, সকল বিভাগের এবং একাডেমিক কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করা হবে।

এই তিন পর্যায়ের মতামত, প্রস্তাব এবং সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন কোর্সের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে। নতুন পদ্ধতিতে কোর্সের সংখ্যা এবং নম্বরের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম জানান, সম্প্রতি আমাদের ডিগ্রীকে আন্তর্জাতিক মান দেয়ার জন্য অন্যতম একটি শর্ত পূরণ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বৈপ্লবিক পথে না গিয়ে ধীরে ধীরে পদ্ধতি বিবর্তন করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।